তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩৯

**কোনো মোড়ল বা প্রভুদের কথায় নয়, বাংলাদেশ চলবে এদেশের জনগণের কথায়**

 **--- মোজাম্মেল হক**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ‘কোনো মোড়ল বা প্রভুদের কথায় নয়, বাংলাদেশ চলবে এদেশের জনগণের কথায়। ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে যে সংবিধান বঙ্গবন্ধু লিখে দিয়েছিলেন, সেখানে বলা আছে— এই রাষ্ট্রের মালিক বাংলার জনগণ। বিদেশিরা আমাদের প্রভু নয়। কাজেই এটা কোনো বিবেচনার বিষয় নয়। শহিদের রক্তে লেখা যে সংবিধান, সেটাকে সমুন্নত রেখেই রাষ্ট্র চলবে।’

 আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরাম খাঁ হলে শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের ৩৯তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গণতন্ত্র এবং উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে শান্তি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জননেতাদের ভূমিকা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন

 মন্ত্রী বলেন, ‘যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী ছিল, তারা আমাদের আশপাশেই আছে। ওরা আজকে আবার আমাদের স্বাধীনতার পতাকা খামচে ধরতে চায়। যে কারণে আজকে আমরা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের মতো ত্যাগী নেতাদের অভাব অনুভব করি। আর যারা আমাদের স্বাধীনতার পতাকাকে খামচে ধরতে চায়, দেশকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তাদের মোকাবিলা করতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব।’ তিনি বলেন, শহিদ ময়েজউদ্দিন বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ছয় দফা আন্দোলন থেকে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় পর্যন্ত তিনি এক অনবদ্য ও অম্লান ভূমিকা পালন করে গেছেন।

 মোজাম্মেল হক বলেন, রাজনৈতিক জীবনে লোভ, সুবিধাবাদিতা ও কাপুরুষতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। ব্যক্তি স্বার্থে নয়, দেশের স্বার্থ ও গণমানুষের স্বার্থকে সবসময় মর্যাদা দিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের অনুসারী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বলীয়ান ছিলেন তিনি।

 সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ চুমকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, শহিদ ময়েজউদ্দিন স্মৃতি সংসদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান প্রমুখ।

#

এনায়েত/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৩৮

**সংস্কৃতিকে সকলের নিকট সুগম করে তোলার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিশাল অবদান রয়েছে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সংস্কৃতিকে সকলের নিকট সুগম করে তোলার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিশাল অবদান ও সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্কৃতির শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে আমাদের সমাজকে রূপান্তরিত করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রসার ঘটাতে হবে এবং এটি করার সময় আমাদের অবশ্যই সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে, যাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় কেউ যাতে বাদ না যায় বা পিছিয়ে না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কাতারের রাজধানী দোহাতে দুই দিনব্যাপী (২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩) ১২তম ICESCO (Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization) সংস্কৃতি মন্ত্রীদের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতা সমাজের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ডিজিটাল এবং আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ প্রযুক্তি সকল সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাবিত করেছে শিল্পকর্ম তৈরি, সম্পাদন এবং এর প্রচার, বিতরণ, বিপণন ও বিক্রয় প্রক্রিয়াকে। তিনি বলেন, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-সহ তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধুনিক ও শক্তিশালী উপাদানগুলোকে ব্যবহার পূর্বক সৃজনশীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আমাদের প্রাসঙ্গিক প্ল্যাটফর্মের সহ-অর্থায়নসহ সকল সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে আন্তঃসদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা এবং নেটওয়ার্কিংয়ের প্রসার ঘটাতে হবে।

কে এম খালিদ বলেন, ২০৩০ এজেন্ডা বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে সংস্কৃতির ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্থাপনাসমূহের বিকৃতকরণ, ধ্বংস, লুটপাট এবং অবৈধ বাণিজ্য ও সীমান্ত পাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছে। সেজন্য আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ ইসলামী ঐতিহ্যের কার্যকর সুরক্ষা, প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও পেশাদার সক্ষমতা জোরদারকরণে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তৃতা করেন কাতারের সংস্কৃতি মন্ত্রী Sheikh Abdulrahman bin Hamad Al-Thani এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন ISESCO এর মহাপরিচালক Salem bin Mohammed Al Malik।

সম্মেলনের এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘Toward Renewing Cultural Action in the Islamic World’. সম্মেলনে ICESCO এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সংস্কৃতি মন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

ফয়সল/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৩৭

**ভূ-রাজনীতিতে বিএনপি ছাগলের তিন নম্বর ছানা**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

রাজশাহী, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিএনপি ছাগলের তিন নম্বর ছানা।’ একইসাথে তিনি বলেন, ‘দেশের গণমাধ্যমকর্মীরা মনে করে, গণমাধ্যমের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি প্রয়োগ স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপের শামিল।’

আজ রাজশাহী শহরের পাঠানপাড়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের রাজশাহী মহানগর ও জেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে সম্মানিত অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিএনপির উদ্দেশে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা ভাবছেন এভাবে লাফালাফি করে আপনারা ক্ষমতায় যেতে পারবেন! আজকে ভূ-রাজনীতিতে বিএনপি হচ্ছে ছাগলের তিন নম্বর ছানা। যারা বাতাস দিয়ে আপনাদেরকে লাফাতে দিচ্ছে তারা আপনাদের দুধ দেবে না। ছাগলের তিন নম্বর ছানা যেমন দুধ পায় না আপনারাও পাবেন না। সুতরাং এতো লাফালাফি করে লাভ নেই।’

‘আগামী মাসে রাজনীতির ফাইনাল খেলায় আমরা আওয়ামী লীগ যাবো না, যুবলীগকে পাঠাবো’ উল্লেখ করে হাছান বলেন, ‘আমরা আমাদের ফার্স্ট টিম পাঠাবো না, সেকেন্ড টিম পাঠাবো। প্রয়োজনে মহিলা আওয়ামী লীগকেও পাঠাবো। বিএনপিকে বলবো, উনাদের সাথে আগে খেলেন। তারপর প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ আপনাদের সাথে খেলবে।’

সতর্কবাণী দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘তবে বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, ফাইনাল খেলার আগে আপনাদের খেলোয়াড়েরা দলে থাকে কি না, না কি দল বদল করে ফেলে, সেটি একটু খেয়াল রাখবেন। ফাইনাল খেলার আগেই যদি আপনাদের খেলোয়াড়েরা দল বদল করে ফেলে তাহলে ফাইনাল খেলতে পারবেন না।’

রাজশাহী অঞ্চল বিএনপি আমলে সন্ত্রাসের জনপদে রূপান্তরিত হয়েছিলো উল্লেখ করে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘এখানকার বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমান পুরো দেশকে সন্ত্রাসের অভয়রাণ্যে রূপান্তরিত করেছিলো। ওরা বলে, বিএনপি-তারেক রহমান আবার আসবে। আর এলে তারা কী করবেন, আবার হাওয়া ভবন, খোয়াব ভবন বানাবেন। আবার একযোগে ৫শ’ জায়গায় নয়, ৫ হাজার জায়গায় বোমা ফুটবে। আর সারা দেশে বাংলা ভাই সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তানের পর্যায়ে যাবে। আমরা সেটি হতে দিতে পারি না।’

**গণমাধ্যমকর্মীদের মতে গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতি প্রয়োগ হস্তক্ষেপের শামিল**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

মার্কিন ভিসানীতি প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। ভিসানীতি একটি বিচ্ছিন্ন বিষয়। তারা কাকে ভিসা দেবে না দেবে সেটা তাদের ব্যাপার। এটি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। তবে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটি কথায় আমি উদ্বিগ্ন। কারণ তিনি বলেছেন, ভিসানীতির আওতায় গণমাধ্যমও আসবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশের গণমাধ্যম অত্যন্ত স্বাধীন এবং স্বচ্ছভাবে কাজ করে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। আর শক্তিশালী, স্বাধীন গণমাধ্যম সবসময় গণতন্ত্রের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং কোন যুক্তিতে গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতি কার্যকর হবে সেটি আমার বোধগম্য নয়। গণমাধ্যমের সাথে সাংবাদিক, কলামিস্ট যারা যুক্ত আছেন তারা মনে করছেন এটি আমাদের স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ।’

মন্ত্রী বলেন, ‘অন্য কোনো দেশ আমাদের স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়। গণমাধ্যমকর্মীরা ও এর সাথে সংশ্লিষ্টরা এটি মেনে নিতে পারে না।’

আওয়ামী যুবলীগকে আওয়ামী লীগের অগ্রগামী বাহিনী ভ্যানগার্ড হিসেবে উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশকে যারা সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য বানাতে চাচ্ছে, যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে, দেশকে যারা বিশ্ববেনিয়াদের ক্রীড়াক্ষেত্র বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে, বাংলাদেশকে যারা পেছনে নিয়ে যেতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভ্যানগার্ড হচ্ছে যুবলীগ।’ তিনি বলেন, ‘সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত যুবলীগ ইনশাআল্লাহ ভেঙে দেবে এবং আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে পর পর চতুর্থবার তথা পঞ্চমবারের প্রধানমন্ত্রীর আসনে আসীন করে আমরা ঘরে ফিরে যাবো।’

আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। রাজশাহী মহানগর যুবলীগের সভাপতি মোঃ রমজান আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশারফ হোসেন ও জেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলী আজম সেন্টুর সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাইনুল হোসেন খান নিখিল প্রধান বক্তা, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, আওয়ামী লীগের রাজশাহী মহানগর সভাপতি মোহাম্মদ আলী কামাল, জেলা শাখার সভাপতি অনিল কুমার সরকার প্রমুখ সম্মেলনে অতিথির বক্তৃতা দেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩৬

**জনগণের শক্তি দিয়েই দেশি-বিদেশি সকল শক্তিকে মোকাবিলা করব**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, আমরা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকব, প্রয়োজন হলে রাজপথেও থাকব এবং একইসঙ্গে নির্বাচনের জন্যও প্রস্তুত থাকব। আমরা মানুষের ঘরে ঘরে যাব, দেশের যে অভাবনীয় উন্নয়ন সারা পৃথিবীর মানুষ জানে ও প্রশংসা করছে-তা দেশবাসীর নিকট তুলে ধরব। একইসাথে, বিএনপির আন্দোলন, ষড়যন্ত্র, হুমকি ও বিদেশিদের নিয়ে ষড়যন্ত্র সবকিছুকে মোকাবিলা করব।

 আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলা আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, আমেরিকা বা অন্য কোন দেশ বা কোন বাহিনী আওয়ামী লীগের শক্তি নয়। আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র করে কোন দিন ক্ষমতায় আসেনি। আওয়ামী লীগের শক্তি হলো এদেশের জনগণ আর তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। জনগণের শক্তি দিয়েই দেশি-বিদেশি সকল শক্তিকে আমরা মোকাবিলা করব।

 তৃণমূলের নেতাকর্মীদের আরো ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আগামী তিন মাসের মধ্যেই নির্বাচন হবে। ২০০৮ সাল থেকে বিএনপি কোন নির্বাচনই সহজভাবে মেনে নেয়নি। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ২০১৫ সালের মতো আবারও আগুন সন্ত্রাস ও তাণ্ডব সৃষ্টির হুমকি দিচ্ছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে বিএনপিকে মোকাবিলা করব।

 মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের মানুষ বিএনপি জামায়াতের দুঃশাসন অপশাসন ভুলে যায়নি। এদেশের মানুষ হাওয়া ভবনের দুঃশাসনে আর ফিরে যাবে না, খাদ্য সংকট-মঙ্গা-না খেয়ে থাকার দিনে ফিরে যাবে না, জঙ্গি-ধর্মান্ধদের তাণ্ডবের বাংলাদেশে ফিরে যাবে না, সারের জন্য কৃষককে বস্তা নিয়ে সারা দিন দৌড়ানোর দিনে ফিরে যাবে না, দিন-রাত লোডশেডিং আর বিদ্যুতের বদলে খাম্বার দিনে আর কখনো ফিরে যাবে না।

 অনুষ্ঠানে মধুপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বাপ্পু সিদ্দিকী, মধুপুর পৌরসভার মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল গফুর মন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাদিকুল ইসলাম, মীর ফরহাদুল আলমসহ ইউনিয়ন- ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩৫

**পরিবেশের মানোন্নয়নে প্রতিযোগিতার সাথে কাজ করতে হবে**

 **--- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতীয় উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি বরাদ্দের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে পরিবেশের সুরক্ষা ও বৃক্ষরোপণ করতে হবে। তিনি বলেন, ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজের গুণগত মান রক্ষা করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মজীবনে প্রয়োগ করে জনসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

 আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর সংস্থার প্রকল্প পরিচালক ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাস্থান অধিকারী কর্মকর্তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের পর সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে বনসংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ১ম পুরস্কার গ্রহণ করেন বন অধিদপ্তরের সুফল প্রকল্পের পরিচালক গোবিন্দ রায়, ২য় পুরস্কার পান বগুড়া সার্কেলের বন সংরক্ষক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ও সিলেটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা তৌফিকুল ইসলাম। ৩য় স্থান অধিকার করেন উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোঃ আবু নাসার উদ্দিন এবং বন অধিদপ্তরের সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক ড. মরিয়ম আক্তার।

 পরিবেশসংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও কর্মকর্তাদের ২য় ব্যাচে ১ম পুরস্কার পান পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক এ কে এম রফিকুল ইসলাম ও মোঃ হাসান হাসিবুর রহমান, ২য় স্থান অধিকার করেন উপপরিচালক মোঃ ইলিয়াস মাহমুদ এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ইসরাত সাদমীন, পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ মাহমুদ হাসান ও সহকারী পরিচালক জাওয়াতা আফনান। পুরস্কারপ্রাপ্তদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মহামূল্যবান বই ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

 এসময় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, ফাহমিদা খানম ও মোঃ মিজানুর রহমান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 এর পূর্বে শব্দদূষণ রোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সামনের রাস্তায় পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্ল্যাকার্ড নিয়ে সচিবালয়ের গেটে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁরা ড্রাইভারদের অপ্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি না করতে অনুরোধ করেন এবং বিভিন্ন গাড়িতে শব্দদূষণ রোধে সচেতনতামূলক স্টিকার বিতরণ করেন।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩৪

**শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই**

 **--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

কুড়িগ্রাম, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা শিশুকে ধৈর্যশীল, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সহিষ্ণুতা শেখায়। এ জন্য বর্তমান সরকার পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। সে লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩ এর জেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 জাকির হোসেন বলেন, এ টুর্নামেন্ট দু’টি ইতোমধ্যে অংশগ্রহণকারীর দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টের মর্যাদা পেয়েছে। টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ফুটবলের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর প্রতিফলনে ২০২২ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সাফ নারী ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলের ৫ জন খেলোয়াড় উঠে এসেছে এই টুর্নামেন্ট থেকে।

 কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক মোঃ সাইদুল আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন পুলিশ সুপার আল হাসান মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ মোঃ জাফর আালী প্রমুখ।

#

তুহিন/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১০৩৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। এ সময়ে ৬৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৩০২ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩২

**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন**

**উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু আগামীকাল**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৫ হিজরি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পক্ষকালব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। আগামীকাল বাদ মাগরিব বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান প্রধান অতিথি হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করবেন।

 এর আগে বাদ আসর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলার উদ্বোধন করবেন ধর্মপ্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিশেষ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার।

 ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে পবিত্র কোরআনখানি, দোয়া মাহফিল, ১৫ দিনব্যাপী ওয়াজ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল; বাংলাদেশ বেতারের সাথে যৌথ প্রযোজনায় সেমিনার; ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা; আরবি খুতবা লিখন প্রতিযোগিতা; কিরাত মাহফিল, হামদ-না’ত, স্বরচিত কবিতা পাঠের মাহফিল, ইসলামি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলা, বিশেষ স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ।

 অন্যদিকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে।

#

শায়লা/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩১

**২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে ৪ দিনব্যাপী ‘স্মার্ট চিলড্রেন কার্নিভাল ২০২৩’**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ তৈরির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ৪ দিনব্যাপী দেশের ইতিহাসে এ প্রথম বিশ্বমানের ‘স্মার্ট চিলড্রেন কার্নিভাল ২০২৩’।

 রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বুধবার সকাল ১১ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কার্নিভাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন।

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আজ স্মার্ট চিলড্রেন কার্নিভাল ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত “সংবাদ সম্মেলনে” এসব তথ্য জানান।

 প্রতিমন্ত্রী জানান প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে শিল্পকলা একাডেমিতে শিশুদের জন্য সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১০টি জোনে ডিজিটাল অ্যানিমেটেড চিত্রাঙ্কন প্রদর্শন, গেমিং জোন ও কুইজ প্রতিযোগিতা, গল্প উপস্থাপন, রিডিং জোন, ভিডিও ম্যাপিং এর মাধ্যমে অ্যানিমেটেড জায়ান্ট বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া পারফরমেন্স, রণপা, জায়ান্ট গেম, রাইডিং জোন, ইমার্সিভ ডিজিটাল এনভায়রনমেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছে। শিশুরা বিনামূল্যে এতে প্রবেশ করতে পারবে। চতুর্থ দিন ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি উপস্থিত থাকবেন।

 সংবাদ সম্মেলনে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু বলতেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই’। তিনি বলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, প্রগতিশীল, সৃজনশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত একেক জনকে সোনার মানুষে পরিণত করাই হচ্ছে স্মার্ট চিলড্রেন কার্নিভালের মূল উদ্দেশ্য।

 পলক বলেন, আজকের শিশু কিশোরদের যেভাবে গড়ে তুলবো আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ সেভাবেই গড়ে উঠবে। বর্তমান প্রজন্মের শিশু কিশোরদের নৈতিকতা শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদেরকে পরিবেশবান্ধব চিন্তা, সমস্যা সমাধানকারী, উদ্ভাবনী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শিশুদের স্প্তু প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে।

 তিনি এ ধরনের আয়োজন বাংলাদেশে প্রথম উল্লেখ করে বলেন, পরিকল্পনা রয়েছে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে স্মার্ট চিলড্রেন কার্নিভাল আয়োজন করা। পর্যায়ক্রমে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত হবে এ অনুষ্ঠান। শিশুরা খেলতে খেলতে শিখবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়। এ লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে www.hasinaandfriends.gov.bd ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে। পরে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

 সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সামসুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার সামদানী ফাউন্ডেশনের কো-ফাউন্ডার অ্যান্ড ট্রাস্টি রাজীব সামদানীসহ আইসিটি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

#

শহিদুল/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩০

**অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর অঙ্গীকার**

মেক্সিকো ২৬ সেপ্টেম্বর :

অর্থনীতি, বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও মেক্সিকোর সেক্রেটারি অব ইকোনোমি রাকেল বুয়েনরোস্ট্রো অঙ্গীকার করে দু’দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

আজ মেক্সিকোতে বাণিজ্যমন্ত্রী এবং মেক্সিকোর সেক্রেটারি অব ইকোনোমি রাকেল বুয়েনরোস্ট্রো একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়ে উভয় দেশের পক্ষে এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। দু’দেশের মধ্যে প্রায় পাঁচ দশকের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে এই ধরনের বৈঠক এটিই প্রথম।

২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে এর অবস্থান তুলে ধরে টিপু মুনশি উভয় দেশের মধ্যকার সহযোগিতা আরো বাড়ানোর জন্য একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য জয়েন্ট গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব করেন।

বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের উত্তম জায়গা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে বিনিয়োগ করেছেন। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে মেক্সিকান বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের
১৭ কোটির বেশি মানুষের বাজারে প্রবেশের অনুরোধ জানান। এছাড়া বাণিজ্যমন্ত্রী মেক্সিকোর উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের উৎপাদন বিশেষ করে টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যালস, কৃষি, জ্বালানি এবং আইটিখাতে মেক্সিকোর চাহিদা মেটাতে বাজার অন্বেষণেরও আহ্বান জানান।

মেক্সিকোর সেক্রেটারি অব ইকোনোমি রাকেল বুয়েনরোস্ট্রো দ্বৈত ট্যাক্সেশন এবং কাস্টমসের অনিষ্পন্ন চুক্তিগুলির সমাধান করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তার দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র অনুসন্ধানের আহ্বান জানান এবং বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে দেশটির গভীর আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। দু’দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি রচনার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন ইকোনোমি সেক্রেটারি।

বৈঠককালে মেক্সিকোতে বাংলাদেশের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খান, এফবিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি রাশেদুল হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী মেক্সিকোতে বসবাসরাত বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সাথে চ্যান্সারিতে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সর্বকালের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

#

হায়দার/মেহেদী/রবি/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৯

**এআইআইবি’র বার্ষিক সভায় জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণে অর্থায়নের আহ্বান বাংলাদেশের**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

মিশরের শারম আল শেখে ২ দিনব্যাপী এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এবং ৮ম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের বার্ষিক সভায় জলবায়ু অর্থায়ন এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিনিয়োগের মধ্যে সেতুবন্ধনের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগের সচিব শরিফা খানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করে।

সভায় সচিব জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণে অধিক অর্থায়নের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এবারের বার্ষিক সভার মূল প্রতিপাদ্য ‘Sustainable Growth in a Challenging World,’ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা বিশ্ব সম্প্রদায়, উন্নত থেকে উন্নয়নশীল সকল দেশই এই মুহুর্তে বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যার বেশিরভাগই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে উদ্ভূত। বিশেষ করে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকিতে আছে। তাই বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং আসন্ন সংকট এড়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায্য অংশীদারিত্বের বিষয়ে এআইআইবির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পক্ষে শরিফা খান সভায় এ বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

সভায় এআইআইবি সভাপতি এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান জিন লিকুন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সদস্যদের প্রচেষ্টায় একযোগে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন।

#

তৌহিদুল/রবি/সাঈদা/রাসেল/শামীম/২০২৩/১৫১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০২৮

**শব্দদূষণ রোধ না করলে মানুষের শ্রবণের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে**

 - উপমন্ত্রী

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার বলেছেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে প্রায় শতভাগ মানুষের শ্রবণে সমস্যা হবে। ড্রাইভাররা অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদেরও ক্ষতি করছে। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। একযোগে কাজ করতে পারলে আমরা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

আজ শব্দদূষণ রোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সামনের রাস্তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিশেষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, শব্দদূষণের কারণে যে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা অনেকে জানে না। ড্রাইভারদের সচেতন করতে পারলে তারা শব্দ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে। তিনি আরো বলেন, এক গবেষণায় দেখা গেছে, শব্দদূষণের কারণে দুই শতাংশ কর্মঘন্টা নষ্ট হয়, মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম হয়, নবজাতকদের বিকাশে বাধাগ্রস্ত হওয়াসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিজেদের টিকে থাকার জন্য, পরিবেশের মান উন্নয়নের জন্য শব্দ দূষণ রোধ করতেই হবে।

এসময় উপমন্ত্রী ড্রাইভারদের অপ্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি না করতে অনুরোধ করেন এবং বিভিন্ন গাড়িতে শব্দদূষণ রোধে সচেতনতামূলক স্টিকার বিতরণ করেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/রবি/সাঈদা/কামাল/২০২৩/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০২৭

**সিলেটের উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে**

 **- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর :

সারা দেশের ন্যায় সিলেটের উন্নয়নেও সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ‘বৃহত্তর সিলেট গণদাবি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র, ইনক’ এর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ ২০২৩-২৫ এর অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। আলোচনা সভায় সিলেট গণদাবি পরিষদের সদস্যরা প্রবাসীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করেন।

সিলেটের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ঢাকা সিলেট ৬ লেনের কাজ ঢাকার অংশে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ শেষ না হওয়ায় সিলেট-হবিগঞ্জ অংশে এখনো কাজ শুরু করা যায় নাই। সিলেট-তামাবিল ৪ লেন সড়কের কাজ শুরু হয়েছে। সিলেটের কুমারগাও-বাধাঘাট বাইপাসের কাজও শুরু হয়েছে। সিলেটে নদীর তীর দখলমুক্ত করে ওয়াকওয়ে করা হচ্ছে। সিলেটে গ্রামেগঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহ
করা হয়েছে। সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

ভবিষ্যতে সিলেটকে মেডিকেল হাব হিসেবে গড়ে তোলা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে সিলেটে স্বাস্থ্যসেবার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে। আগে সিলেট ওসমানী মেডিকেলে মাত্র ৩টি আইসিইউ ছিল, এখন ৩০টি হয়েছে। এ হাসপাতালে আগে ৫০০ বেড ছিল, এখন ৯০০ তে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ওসমানী হাসপাতালে ১৮ তলা নতুন ভবন তৈরি করা হচ্ছে যেখানে হার্ট, কিডনি ও ক্যান্সারের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে। এছাড়া সিলেটে দ্বিতীয় ওসমানী হাসপাতাল নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলেটে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সারাদেশের মধ্যে সিলেটের শিক্ষার হার সর্বনিম্ন। এজন্য সিলেটে শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃমৃত্যুর হার অনেক বেশি। একসময় সিলেটে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি ছিল। তিনি বলেন, সিলেটে তরুণদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ কম এবং বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। সিলেটে শিক্ষার হার কম থাকায় চাকরির ক্ষেত্রে সিলেটের যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া যায় না- যা দুঃখজনক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবিষয়ে অভিভাবকদের আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রবাসীদের এনআইডি এবং পাসপোর্ট যথাসময়ে না পাওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীরা পাসপোর্ট এবং এনআইডি যথাসময়ে না পেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। কিন্তু পাসপোর্ট বা এনআইডি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেয়না বরং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিয়ে থাকে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলো বায়োমেট্রিক এবং তথ্য সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাসপোর্ট এবং এনআইডি ইস্যু হলে তবেই মিশনের মাধ্যমে সেগুলো বিতরণ করা হয় বলে জানান মন্ত্রী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ‘বৃহত্তর সিলেট গণদাবি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র, ইনক’ এর কার্যকরী পরিষদের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান এবং বৃহত্তর সিলেট তথা দেশের উন্নয়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ‘বৃহত্তর সিলেট গণদাবি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র, ইনক’ এর নেতৃবৃন্দ এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/মেহেদী/রবি/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৬

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Green Investments’ যার ভাবার্থ ‘পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সড়ক, রেল, বিমান ও নৌ যোগাযোগ রয়েছে। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়-পর্বত, গহীণ অরণ্য, জীব-বৈচিত্র্য, সমুদ্র-সৈকত, নদ-নদী, বৈচিত্র্যময় আদিবাসী সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ ও গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনসমূহ, অতিথিপরায়ণ মানুষ অর্থাৎ বিশ্বের যে কোন প্রান্তের যে কোন পর্যটককে আকৃষ্ট করার মত সকল উপকরণই বাংলাদেশে বিদ্যমান। পরিবেশ
ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে স্থানীয় জনসাধারণকে পর্যটন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে টেকসই পর্যটন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পর্যটন শিল্পের যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই শিল্পের প্রসারে কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে - যাতে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে ইকো-ট্যুরিজম, কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম, দায়িত্বশীল পর্যটনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের কার্যকর উন্নয়ন দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

পর্যটন শিল্পের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করে এই পৃথিবীর টেকসই অবকাঠামো এবং সবুজ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে হবে। তাহলেই উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে সত্যিকারের সমৃদ্ধি আসবে। টেকসই পর্যটন উন্নয়ন ধারণা অনুসরণে জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্থানীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোক্তা এবং জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশের পর্যটনের বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/রবি/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1025

**Prime Minister’s Message on the occasion of the World Tourism Day**

Dhaka, 26 September :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the ‘World Tourism Day 2023’:

“I am happy to know that ‘World Tourism Day 2023’ is being celebrated in the country in line with the announcement of World Tourism Organization (UNWTO). The theme of the day this year is ‘Tourism and Green Investments’ which is appropriate in the present context.

Bangladesh has enormous potential to develop tourism because of its variety of tourism products. The country is well connected with other parts of the world by air, road, and sea. With the enormous resources like ecologically panoramic landscape with valleys, deep forests, sandy sea beaches, hills and mountains, lakes and rivers, flora and fauna, ancient and archaeological sites, the ethnic lifestyle of indigenous people, various religious and cultural festivals, and above all, the hospitable people, Bangladesh can attract any tourists from around the world. The tourism industry of the country can be effectively presented in the world arena by upholding the local culture, tradition, environment, and values.

Realizing the economic importance of tourism, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, included tourism in the country's first five-year plan and established the ‘Bangladesh Tourism Corporation’ in 1972.

The Bangladesh Awami League government has been providing all kinds of support for the development of the tourism sector. The government has introduced various tourism-related components in the 8th Five-Year Plan. We have also declared in the National Tourism Policy 2010 that ecotourism, responsible tourism, and community-based tourism are given due importance. The Bangladesh Tourism Master Plan has been developed for the advancement of the country's tourism industry.

We are devising a coordinated development plan for flourishing tourism. Tourism will be an important component of building Smart Bangladesh.

I would like to call upon all stakeholders, including government and non- government organizations and entrepreneurs, to come forward for developing eco-friendly, sustainable tourism as a tool for the economic growth of our country. I would also like to urge potential investors from home and abroad to invest in the tourism sector.

I wish ‘World Tourism Day 2023’ a grand success.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live Forever.”

#

Emrul/Mehedi/Robi/Saida/Shamim/2023/1135 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1024

**President's Message on the occasion of the** **World Tourism Day**

Dhaka, 26 September:

 President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the ‘World Tourism Day-2023’:

“I welcome the initiative of Ministry of Civil Aviation and Tourism to observe the ‘World Tourism Day-2023’ in Bangladesh as elsewhere in the world.

The tourism industry is one of the largest service sectors in the world due to its multidimensionality and scope. This industry plays an important role in creating massive employment opportunities fostering economic development in many countries. Tourism sector is highly vulnerable to climate change and at the same time responsible for significant emissions of greenhouse gases. Overcoming the negative impact of Covid-19 pandemic, global tourism is getting momentum and bouncing back slowly but steadily to the pre-pandemic level. Investments in eco-friendly new innovations, initiatives, and technologies for sustainable infrastructure, education, skill and human resource development for the tourism industry can help us to build a better world. I think, this year's theme 'Tourism and Green Investment' is time worthy and appropriate in the current context.

Bangladesh with bounty of unique natural beauty holds great potential for the tourism industry. If we can properly utilize the prospect of our tourism industry, employment opportunities will be created and people's living standards will be improved. Thus it will contribute to the country's economy.

I urge upon all the stakeholders to come forward with a coordinated approach to develop a sustainable tourism industry.

I wish ‘World Tourism Day-2023’ a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Mehedi/Rabi/Saida/Shamim/2023/1125 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৩

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন-এর ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬০ সালে এলএলবি পাস করে আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মানুষের কল্যাণে রাজনীতি শুরু করেন। তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ‘পরিচালনা কমিটি’ এবং মামলা পরিচালনা করার জন্য গঠিত ‘মুজিব তহবিল’ এর আহ্বায়ক ছিলেন। একজন বিচক্ষণ আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি এ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

শহিদ ময়েজউদ্দিন বৃহত্তর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে গাজীপুর-কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি যথাক্রমে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে সেনাশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি প্রথম শহিদ হয়েছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতি ও মানবসেবায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। অন্যায়-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা, সততা ও দেশপ্রেম সকলকে অনুপ্রাণিত করে। মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন তরুণ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উৎসাহিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/সাঈদা/কলি/আসমা/২০২৩/১০২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২২

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস- ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কৃর্তক ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস- ২০২৩’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পর্যটন খাত বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিষেবা খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ খাতের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। কিন্তু করোনা মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং ক্রমবর্ধমান গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন পর্যটন খাতকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকিতে ফেলেছে। বৈশ্বিক ঝুঁকি ও সংকট থেকে এ খাতকে পুনরুদ্ধারে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ টেকসই ভবিষ্যত বিনির্মাণে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রেক্ষিতে পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তির জন্য প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, ধরিত্রীর জন্য টেকসই অবকাঠামো, সবুজ রূপান্তর এবং সমৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন, উদ্যোগ ও প্রযুক্তিতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগে উৎসাহিত করা অতীব জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Green Investments’ অর্থাৎ ‘পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প খুবই সম্ভাবনাময় একটি খাত। এদেশের প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে আলাদা সৌন্দর্য ও অসংখ্য স্বতন্ত্র পর্যটন সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান। এসব অঞ্চলে পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করলে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমি পরিবেশের ভারসাম্য ও দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে পর্যটন শিল্পে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

**আমি** ‘**বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩**’ **উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।**

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসনাত/মেহেদী/রবি/রাসেল/শামীম/২০২৩/১০০৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ